ইউনিট ৯

অধিবেশন ৬১ ঃ বিদ্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে পাঠদান দক্ষতা ঃ সুপঠন ও শিখন অভ্যাস

অধিবেশন ৬২ ঃ বিদ্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে পাঠদান দক্ষতা – ব্যবসায় শিক্ষা পুনঃ অধ্যয়ন কৌশল

অধিবেশন ৬৩ ঃ পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষকের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন

অধিবেশন ৬৪ ঃ ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণে প্রতিফলনমূলক পদ্ধতি

অধিবেশন ৬৫ ঃ বিদ্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষার্থীদের স্ব-শিখন ও আধুনিক নতুন শিখন-ধারণা সম্পর্কে অবহিতকরণ

ইউনিট ৯ **অধিবেশন ৬১**

বিদ্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে পাঠদান দক্ষতা
সুপঠন ও শিখন অভ্যাস

ভূমিকা

শিক্ষক হিসেবে বিষয় ভিত্তিক পাঠদান দক্ষতা প্রত্যেকটি বিষয় শিক্ষকের জন্য আবশ্যক। তেমনি ব্যবসায় শিক্ষা বিষয় শিক্ষকেরও ভাল পাঠদান দক্ষতা থাকতে হবে। শিক্ষকের পাঠদান দক্ষতা সৃষ্টিতে সুপঠন ও শিখন অভ্যাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষকের যেমন সুপঠন ও শিখন অভ্যাস থাকা প্রয়োজন তেমনি শিক্ষার্থীর সুপঠন ও শিখন অভ্যাস গঠন। পঠন অভ্যাস যার যত বেশী থাকবে সেই তত বেশী শিখবে এবং ভালভাবে শিখবে । সুপঠন ও শিখন অভ্যাস শিখনের একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত । তাই শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয় দলেরই সুপঠন ও শিখন অভ্যাসের দক্ষতা অর্জন করতে হবে এবং এ সকল দক্ষতা অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে ভাল ধারণা লাভ করতে হবে । তাই শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন বিষয়টি সম্পর্কে জানার জন্য ভাল করে পড়ি।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- পঠনকে সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন।
- সুপঠনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সুপঠন ও শিখন অভ্যাসের দক্ষতাগুলি উল্লেখ করতে পারবেন।
- বিষয়ভিত্তিক পাঠদান দক্ষতা অর্জনে শিখন অভ্যাসের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলগুলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষাার্থীর শিখন অভ্যাস সৃষ্টিতে শিক্ষকের করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্রে :

বাসায় বসে স্বশিখনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ একে একে করবেন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে

সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষকের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে :

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা টিউটর সেশনের পূর্বদিন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় কর্মপত্রের ফটোকপি, পোস্টার পেপার, প্রয়োজনীয় কলম ইত্যাদি সঙ্গে করে আনতে বলবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক. পঠনের সংজ্ঞা ও সুপঠনের গুরুত্ব

পঠন ঃ

পঠন অর্থ পড়া। অর্থাৎ পঠন বলতে পড়ার কাজকে বুঝায়। কেহ একে পাঠ আবৃত্তি, আবার কেহ বা একে অধ্যয়নও বলে থাকেন। প্রথমে কাজটি শুরু হয় কানে শোনা এবং মুখে বলার মধ্য দিয়ে। পঠন বলতে লেখা দেখে দেখে বলতে পারাকেও বোঝাতে পারে। পাঠের অনুশীলনীর ভেতর দিয়ে শিশু লেখার সঙ্গে প্রথম পরিচিতি লাভ করে। পাঠের কাজ শুরু হয় আনুষ্ঠানিক শিক্ষার শুরুতেই। চলতে থাকে জীবনভর। ভাষা শিক্ষার জন্য যেমন পঠনের কোন বিকল্প নেই তেমনি ব্যবসায় শিক্ষা বিষয় শেখার জন্যও পঠনের কোন বিকল্প নেই। পঠন ব্যতীত বিষয়টি জ্ঞান লাভের চেষ্টা বৃথা মাত্র। পড়তে পড়তেই শিখতে হয়। পঠন ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করে। জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে হলে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয় পাঠ অপরিহার্য। ভাল পঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনের অভ্যাস গড়ে ওঠে। পঠন অভ্যাস যার যত বেশি হবে সে তত বেশি শিখবে এবং ভাল ভাবে শিখবে।

সুপঠনের গুরুত্ব ঃ

যে কোন বিষয়ের পাঠদান দক্ষতা অর্জনে ইন্দ্রিয় অনুভূতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুপঠনের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের সংগঠনের মাধ্যমে শিখন কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। নিম্নে সুপঠনের গুরুত্ব ব্যাখা করা হল:

১। সুপঠন শিক্ষা গ্রহণের বা অধ্যয়নের প্রাথমিক পর্যায়ের একটি অত্যাবশ্যক শর্ত

২। ইহা শিক্ষা গ্রহণকে আকষর্ণীয় করে

৩। এর দ্বারা শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ একটি বিশেষ দিক লাভ করে

৪। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহী করে তোলে

৫। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অভিব্যক্তি প্রকাশের জড়তা কাটে

৬। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আত্মোপলব্ধি বৃদ্ধি পায়। ফলে বিষয়বস্তুর উপর শিক্ষার্থীর দক্ষতা জন্মে

৭। এর মাধ্যমে ভাব ও আবেগের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় বলে শিক্ষার্থীর বিষয়বোধ স্পষ্ট হয়

৮। নিয়মিত অনুশীলনে পাঠের সুঅভ্যাস গড়ে ওঠে

৯। নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে পঠন অভ্যাস গঠনে শুদ্ধ উচ্চারণ, বাচনভঙ্গি এবং প্রকাশ দক্ষতা বৃদ্ধি পায়

১০। এর ফলে শিক্ষার্থীর মনোবল দৃঢ় হয়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি ঃ

১. পঠন অর্থ কী?

২. শিক্ষা গ্রহণের প্রাথমিক পর্যায়ের আবশ্যকীয় শর্ত কোনটি ?

৩. শিক্ষার্থী তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহের কাজ করে কিসের মাধমে ?

পর্ব-খ. সুপঠন ও শিখন অভ্যাসের দক্ষতা

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার শুরু পঠন দক্ষতা দিয়ে । শিক্ষা গ্রহণে পঠনের দক্ষতা অপরিহার্য । কোন বিষয়ে জ্ঞান আহরণের জন্য পঠন দক্ষতা খুবই প্রয়োজন । পঠন দক্ষতার জন্য যা প্রয়োজন তা হলো ঃ

১. শ্রবণযোগ্য স্বরে শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণে পড়তে পারা ।

২. স্বাভাবিক গতিতে পড়তে পারা ।

৩.সরবে ও নীরবে পড়ে বুঝতে পারা ।

ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে পাঠদান দক্ষতা অর্জনে সুপঠন ও শিখন অভ্যাস তৈরি করতে হলে কতকগুলি কৌশল ও সহজাত প্রবৃত্তি বিবেচনা করা আবশ্যক। ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশ ও আচরণের নির্দিষ্টতা সব সময় বজায় থাকে না, তাই প্রয়োজনে কিছু প্রবণতার অনুশীলন করা আবশ্যক। তন্মধ্যে সুপঠন ও শিখন অভ্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ।

- সুপঠন পাঠদান দক্ষতা অর্জনে ইন্দ্রিয় অনুভূতি সার্বিকভাবে শিখন সঞ্চালনে সহায়তা করে।
- সুপঠন সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দলবদ্ধ ভাবে হতে পারে।
- সুপঠন ব্যক্তির আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় করণে সহায়ক।

- সুপঠনের মাধ্যমে শিখন অভ্যাস সুগঠিত হয়ে শিক্ষার্থীর উচ্চারণ, পঠন ক্ষমতা ও বাচনভঙ্গির উন্নয়ন ঘটে।
- সুপঠন ও শিখন অভ্যাস শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, যা দৈহিক ও মানসিক বিকাশে সচেষ্ট করণে সহায়ক হয়।
- সুপঠন ভাষামূলক শিখনে সহায়ক। এটি এমন এক ধরণের প্রতিক্রিয়া যার মাধ্যমে কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থান ও কাল ঠিক করে সংগঠিত ও সমন্বিত হয়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুজে বের করি ঃ

১. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয় কোন দক্ষতা দিয়ে ?

২. পঠন দক্ষতার জন্য প্রথম কী প্রয়োজন ?

৩. সরবে ও নীরবে পড়ে কী করতে পারা ?

৪.সুপঠনের মাধ্যমে কোন কোন ইন্দ্রিয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগঠিত হয়?

পর্ব -গ. বিষয়ভিত্তিক পাঠদান দক্ষতা অর্জনে শিখন অভ্যাসের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল

সুপঠন ও শিখন অভ্যাসের দক্ষতা ঃ

ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে পাঠদান দক্ষতা অর্জনে সুপঠন ও শিখন অভ্যাস তৈরি করতে হলে কতকগুলি কৌশল ও সহজাত প্রবৃত্তি বিবেচনা করা আবশ্যক। ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশ ও আচরণের নির্দিষ্টতা সব সময় বজায় থাকে না, তাই প্রয়োজনে কিছু প্রবণতার অনুশীলন করা আবশ্যক। তন্মধ্যে সুপঠন ও শিখন অভ্যাস গুরুত্বপূর্ণ ।

- সুপঠন পাঠদান দক্ষতা অর্জনে ইন্দ্রিয় অনুভূতি সার্বিকভাবে শিখন সঞ্চালনে সহায়তা করে।
- সুপঠন সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দলবদ্ধ ভাবে হতে পারে।
- সুপঠন ব্যক্তির আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় করণে সহায়ক।
- সুপঠনের মাধ্যমে শিখন অভ্যাস সুগঠিত হয়ে শিক্ষার্থীর উচ্চারণ, পঠন ক্ষমতা ও বাচনভঙ্গির উন্নয়ন ঘটে।
- সুপঠন ও শিখন অভ্যাস শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, যা দৈহিক ও মানসিক বিকাশে সচেষ্ট করণে সহায়ক হয়।
- সুপঠন ভাষামূলক শিখনে সহায়ক। এটি এমন এক ধরণের প্রতিক্রিয়া যার মাধ্যমে কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থান ও কাল ঠিক করে সংগঠিত ও সমন্বিত হয়।

বিষয়ভিত্তিক পাঠদান দক্ষতা অর্জনে শিখন অভ্যাসের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল ঃ

বিষয়ভিত্তিক পাঠদান দক্ষতা অর্জনে অধ্যায়ভিত্তিক শিখন অভ্যাস বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল নির্ভর। যেমন–

- স্ব-শিখন প্রক্রিয়া
- দলগত শিখন ও পর্যালোচনা
- সফলতার চাহিদা নিরূপনে অনুশীলন করা
- নব নব চিন্তাধারা বিকাশ সাধনে সচেষ্ট হওয়া
- তথ্য ও তত্ত্বগত জ্ঞানের আদান প্রদান
- প্রভুত্ব বিস্তারে চাহিদা পূরণে সহায়ক
- প্রচেষ্টার মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছানো
- চিন্তা শক্তির বিকাশে যত্নশীল ও সজাগ থাকা
- অধ্যায়ভিত্তিক শিখন অভ্যাস নির্বাচনে সচেষ্ট হওয়া
- শিখন অভ্যাস গঠনে পুনরাবৃত্তির অনুশীলন করা;
- বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা অর্জনে প্রেষণা ও আগ্রহ জাগ্রত করা
- সমস্যা সমাধানে প্রকৃত কৌশল চিহ্নিত করণ এবং প্রয়োগ করতে পারা
- প্রতিযোগিতা মূলক আচরণের উন্নয়ন ঘটানো
- পারদর্শিতা অর্জনে সহায়ক
- যথার্থতা অর্জনে নির্ভরশীল হতে সহায়ক
- উত্তম ফলাফল অর্জনে নিয়ামক হিসাবে বিবেচনায় আনা
- প্রতিনিয়ত অধ্যবসায়ের অভ্যাস গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখা

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুজে বের করি ঃ

১. উত্তম ফলাফল অর্জনে পঠন অভ্যাস কী হিসেবে কাজ করে ?

২. পঠন অভ্যাস কোন ধরণের শিখন প্রক্রিয়া ?

৩. পঠন অভ্যাস কোন কোন ধরণের জ্ঞানের আদান প্রদান করে ?

পর্ব-ঘ. শিক্ষার্থীর সুপঠন ও শিখন অভ্যাস গঠনে শিক্ষকের করণীয়

শিক্ষার্থীর সুপঠন ও শিখন অভ্যাস গঠনে একজন শিক্ষক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ শিক্ষকের পরামর্শ শিক্ষার্থী সহজেই গ্রহণ করে থাকে । তাই শিক্ষকের পরামর্শে শিক্ষার্থীর শিখন অভ্যাস গঠন সম্ভব। নিম্নে শিক্ষার্থীর শিখন অভ্যাস গঠনে শিক্ষকের করণীয় তুলে ধরা হল ঃ

১. দলীয় কাজের মাধ্যমে পাঠদান করা
২. উত্তর সরাসরি বলে না দিয়ে উত্তর সংগ্রহের পরিবেশ সৃষ্টি করা
৩. সহায়ক বই পড়তে দেয়া
৪. লাইব্রেরিতে কাজের ব্যবস্থা করা
৫. এসাইনমেন্ট লিখতে দেয়া
৬. দৈনিক পত্রিকা পাঠের পরামর্শ দেয়া
৭. বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা
৮. শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন কর্ম তালিকা তৈরি এবং এ তালিকায় পঠন সময় নির্ধারণ করা

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন নিম্নের ছকটি পূরণ করি ঃ

শিক্ষকের করণীয়	**পূরণ করুন**
১. দলীয় কাজের মাধ্যমে	
২. এসাইনমেন্ট	
৩. লাইব্রেরিতে	
৪. দৈনিক পত্রিকা পাঠের	

ইউনিট ৯ **অধিবেশন ৬১**

মূল শিখনীয় বিষয়

বিদ্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে পাঠদান দক্ষতা

সুপঠন ও শিখন অভ্যাস

পঠন ঃ

পঠন অর্থ পড়া। অর্থাৎ পঠন বলতে পড়ার কাজকে বুঝায়। কেহ একে পাঠ আবৃত্তি, আবার কেহ বা একে অধ্যয়নও বলে থাকেন। প্রথমে কাজটি শুরু হয় কানে শোনা এবং মুখে বলার মধ্য দিয়ে। পঠন বলতে লেখা দেখে দেখে বলতে পারাকেও বোঝাতে পারে। পাঠের অনুশীলনীর ভেতর দিয়ে শিশু লেখার সঙ্গে প্রথম পরিচিতি লাভ করে। পাঠের কাজ শুরু হয় আনুষ্ঠানিক শিক্ষার শুরুতেই। চলতে থাকে জীবনভর। জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক অথবা শিক্ষার্থী যখন নিজ উদ্যোগে পাঠ্যপুস্তকের বা পাঠ্যপুস্তকের বাহির থেকে তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টায় রত হয় তখন তাকে বলে সুপঠন । সুপঠনের বৈশিষ্ট্যগুলো হল ঃ

১. নির্ভুলতা
২. গতিময়তা
৩. স্পষ্টতা
৪. উপলব্ধি
৫. অভিব্যক্তি

ভাষা শিক্ষার জন্য যেমন পঠনের কোন বিকল্প নেই তেমনি ব্যবসায় শিক্ষা বিষয় শেখার জন্যও পঠনের কোন বিকল্প নেই। পঠন ব্যতীত বিষয়টি জ্ঞান লাভের চেষ্টা বৃথা মাত্র। পড়তে পড়তেই শিখতে হয়। পঠন ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করে। জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে হলে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয় পাঠ অপরিহার্য। ভাল পঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনের অভ্যাস গড়ে ওঠে। পঠন অভ্যাস যার যত বেশি উন্নত হবে সে তত বেশি শিখবে এবং ভাল ভাবে শিখবে।

সুপঠনের গুরুত্ব ঃ

যে কোন বিষয়ের পাঠদান দক্ষতা অর্জনে ইন্দ্রিয় অনুভূতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুপঠনের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের সংগঠনের মাধ্যমে শিখন কার্য সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়। নিম্নে সুপঠনের গুরুত্ব ব্যাখা করা হল:

১) সুপঠন শিক্ষা গ্রহণের বা অধ্যয়নের প্রাথমিক পর্যায়ের একটি অত্যাবশ্যক শর্ত

২) ইহা শিক্ষা গ্রহণকে আকষর্ণীয় করে

৩) এর দ্বারা শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ একটি বিশেষ দিক লাভ করে

৪) এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহী করে তোলে

৫) এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অভিব্যক্তি প্রকাশের জড়তা কাটে

৬) এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আত্মোপলব্ধি বৃদ্ধি পায়। ফলে বিষয়বস্তুর উপর শিক্ষার্থীর দক্ষতা জন্মে

৭) এর মাধ্যমে ভাব ও আবেগের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় বলে শিক্ষার্থীর বিষয়বোধ স্পষ্ট হয়

৮) নিয়মিত অনুশীলনে পাঠের সুঅভ্যাস গড়ে ওঠে;

৯) নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে পঠন অভ্যাস গঠনে শুদ্ধ উচ্চারণ, বাচনভঙ্গি এবং প্রকাশ দক্ষতা বৃদ্ধি পায়

১০)এর ফলে শিক্ষার্থীর মনোবল দৃঢ় হয়।

সুপঠন ও শিখন অভ্যাসের দক্ষতা ঃ

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার শুরু পঠন দক্ষতা দিয়ে। শিক্ষা গ্রহণে পঠনের দক্ষতা অপরিহার্য। কোন বিষয়ে জ্ঞান আহরণের জন্য পঠন দক্ষতা খুবই প্রয়োজন। পঠন দক্ষতার জন্য যা প্রয়োজন তা হলো ঃ

ক. শ্রবণযোগ্য স্বরে শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণে পড়তে পারা

খ. স্বাভাবিক গতিতে পড়তে পারা

গ.সরবে ও নীরবে পড়ে বুঝতে পারা

ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে পাঠদান দক্ষতা অর্জনে সুপঠন ও শিখন অভ্যাস তৈরি করতে হলে কতকগুলি কৌশল ও সহজাত প্রবৃত্তি বিবেচনা করা আবশ্যক। ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশ ও আচরণের নির্দিষ্টতা সব সময় বজায় থাকে না, তাই প্রয়োজনে কিছু প্রবণতার অনুশীলন করা আবশ্যক। তন্মধ্যে সুপঠন ও শিখন অভ্যাস গুরুত্বপূর্ণ ।

- সুপঠন পাঠদান দক্ষতা অর্জনে ইন্দ্রিয় অনুভূতি সার্বিকভাবে শিখন সঞ্চালনে সহায়তা করে।
- সুপঠন সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দলবদ্ধ ভাবে হতে পারে
- সুপঠন ব্যক্তির আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় করণে সহায়ক

- সুপঠনের মাধ্যমে শিখন অভ্যাস সুগঠিত হয়ে শিক্ষার্থীর উচ্চারণ, পঠন ক্ষমতা ও বাচনভঙ্গির উন্নয়ন ঘটে
- সুপঠন ও শিখন অভ্যাস শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, যা দৈহিক ও মানসিক বিকাশে সচেষ্ট করণে সহায়ক হয়
- সুপঠন ভাষামূলক শিখনে সহায়ক। এটি এমন এক ধরণের প্রতিক্রিয়া যার মাধ্যমে কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থান ও কাল ঠিক করে সংগঠিত ও সমন্বিত হয় ।

বিষয়ভিত্তিক পাঠদান দক্ষতা অর্জনে শিখন অভ্যাসের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলঃ

বিষয়ভিত্তিক পাঠদান দক্ষতা অর্জনে অধ্যায়ভিত্তিক শিখন অভ্যাস বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল নির্ভর। যেমন–

- স্ব-শিখন প্রক্রিয়া
- দলগত শিখন ও পর্যালোচনা
- সফলতার চাহিদা নিরূপনে অনুশীলন করা
- নব নব চিন্তাধারা বিকাশ সাধনে সচেষ্ট হওয়া
- তথ্য ও তত্ত্বগত জ্ঞানের আদান প্রদান
- প্রভুত্ব বিস্তারে চাহিদা পূরণে সহায়ক
- প্রচেষ্টার মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছানো
- চিন্তা শক্তির বিকাশে যত্নশীল ও সজাগ থাকা
- অধ্যায়ভিত্তিক শিখন অভ্যাস নির্বাচনে সচেষ্ট হওয়া
- শিখন অভ্যাস গঠনে পুনরাবৃত্তির অনুশীলন করা
- বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা অর্জনে প্রেষণা ও আগ্রহ জাগ্রত করা
- সমস্যা সমাধানে প্রকৃত কৌশল চিহ্নিত করণ এবং প্রয়োগ করতে পারা
- প্রতিযোগিতা মূলক আচরণের উন্নয়ন ঘটানো
- পারদর্শিতা অর্জনে সহায়ক
- যথার্থতা অর্জনে নির্ভরশীল হতে সহায়ক
- উত্তম ফলাফল অর্জনে নিয়ামক হিসাবে বিবেচনায় আনা
- প্রতিনিয়ত অধ্যবসায়ের অভ্যাস গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখা

মূল্যায়ন

১. পঠনের সংজ্ঞা দিন।

২. সুপঠন ও শিখন অভ্যাসের দক্ষতাগুলি চিহ্নিত করুন।

৩. বিষয়ভিত্তিক পাঠদান দক্ষতা অর্জনে শিখন অভ্যাসের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলগুলি উল্লেখ করুন।

৪. শিক্ষার্থীর শিখন অভ্যাস গঠনে শিক্ষকের করণীয়গুলো চিহ্নত করুন ।

অধিবেশন ৬১

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব-ক.

১. পড়া

২. সুপঠন ও শিখন অভ্যাস

৩. সুপঠন

পর্ব - খ.

১. পঠন দক্ষতা দিয়ে

২. শ্রবণযোগ্য স্বরে শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণে পড়তে পারা

৩. বুঝতে

৪. কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়

পর্ব - গ.

১. নিয়ামক

২. স্ব- শিখন প্রক্রিয়া

৩. তত্ত্ব ও তথ্যগত জ্ঞানের

পর্ব - গ.

১. পাঠদান করা

২. লিখতে দেয়া

৩. কাজ করতে দেযয়

৪. পরামর্শ দেয়া

ইউনিট ৯ **অধিবেশন ৬২**

বিদ্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে পাঠদান দক্ষতা –
ব্যবসায় শিক্ষা পুনঃ অধ্যয়ন কৌশল

ভূমিকা

শিক্ষক শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থীদের সামনে পাঠ উপস্থাপন করে এবং শিক্ষার্থীরা পাঠ গ্রহণ করে। আবার শিক্ষার্থীরা নিজে নিজেও পড়ে। এ ভাবে শিক্ষার্থীর শিখন ঘটে। শিক্ষক অধ্যায়ের পর অধ্যায় ধারাবাহিক পাঠদান করে যায়। কিন্তু শিক্ষার্থীদের এসব বিষয়বস্তু প্রয়োজনের তাগিদে দীর্ঘদিন ধরে রাখতে হয়। তাই পুনঃ অধ্যায়ন প্রয়োজন। আবার কোন অধ্যায় ভালভাবে বুঝে না থাকলে বোঝার জন্য পুনঃ অধ্যয়ন করতে হয়। অনুশীলন ছাড়া শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন বিষয়বস্তু মনে রাখতে পারে না । এ অনুশীলনের অন্যতম কৌশল হলো পুনঃ অধ্যায়ন। ভাল ফল করার জন্যও শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার আগে পুনঃ অধ্যয়ন করে থাকে। প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা আসুন পুনঃ অধ্যয়ন সম্পর্কে ভাল করে জানার জন্য পাঠটি পড়ে নেই।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

- পুনঃ অধ্যয়ন কী তা বলতে পারবেন।
- পুনঃ অধ্যয়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পুনঃ অধ্যয়ন কৌশল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্রে :

বাসায় বসে স্বশিখনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ একে একে করবেন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষকের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে :

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা টিউটর সেশনের পূর্বদিন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় কর্মপত্রের ফটোকপি, পোস্টার পেপার, প্রয়োজনীয় কলম ইত্যাদি সঙ্গে করে আনতে বলবেন।

পর্ব সমূহ

পর্ব-ক. পুনঃ অধ্যয়ন

পুনঃ অধ্যয়ন বা Revision হচ্ছে একবার অধ্যয়নের পর আবার অধ্যয়ন করা। পুনঃ অধ্যয়ন বলতে বোঝায় কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ের বিষয়বস্তু একবার পাঠ করার পর তা প্রয়োজনে পুনর্বার পাঠ করা। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের বিষয়বস্তু আয়ত্বে রাখার জন্য তা পুনরায় পাঠ করবে। প্রয়োজনে একাধিকবার পাঠ করবে, লিখবে, বোঝার চেষ্টা করবে। আর তখন তা মনের মধ্যে ধরে রাখতে সক্ষম হবে। কোনকিছু একবার পড়ে গেলে এবং পুনরাবৃত্তি না করলে মনের মধ্যে তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সেজন্য ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়টিও পুনঃ অধ্যয়ন করতে হবে। পুনঃ অধ্যয়নের ফলে পঠিত বিষয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে যেমন কোন স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা যায় তেমনি ভুলে যাওয়া বিষয়গুলো আবার স্মরণ করতে সক্ষম হয়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুজে বের করি ঃ

১. পুনঃ অধ্যয়ন কী ?
২. পুনঃ অধ্যয়ন কেন প্রয়োজন ?
৩. শিক্ষার্থী কিসের মাধ্যমে ভুলে যাওয়া তথ্যগুলো স্বরণ করতে পারে ?

পর্ব-খ. পুনঃ অধ্যয়নের গুরুত্ব

যে কোন বিষয়ের পাঠদান দক্ষতা উন্নয়নে পুনঃ অধ্যয়নের গুরুত্ব অত্যধিক। পুনঃ অধ্যয়নের গুরুত্ব নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. পুনঃ অধ্যয়নে পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে ধারণা স্বচ্ছ হয়।
২. কোন অংশ ভুলে গেলে তা আবার নতুন করে শেখার সুযোগ লাভ হয়।
৩. শিখন স্থায়ী হয়।
৪. পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়াদি উপলব্ধি করা যায়।
৫. গভীরভাবে চিন্তা করার সুযোগ লাভ হয়।

৬. পুনঃ অধ্যয়নে পাঠ্য বিষয়ের অনুশীলন হয়।

৭. পরবর্তিতে আরো বেশি জানার আগ্রহ জন্মায়।

৮. বই পড়ার অভ্যাস গড়ে ওঠে।

৯. এড়িয়ে যাওয়া বিষয়গুলো দৃষ্টিগোচর হয়।

১০.পাঠোত্তর মূল্যায়ন সহজ হয়।

১১. পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করা যায়।

১২. ভুল ত্রুটি সনাক্ত ও দূর করা যায়।

১৩. বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য যথাযথভাবে পূরণ করা যায়।

১৪. শিক্ষক হিসেবে অধিক দক্ষতা অর্জন করা যায়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন নিম্নের ছকটি যথাযথ ভাবে পূরণ করি ঃ

পুনঃ অধ্যয়নের গুরুত্ব	পূরণ করুন
১.পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে	
২. শিখন	
৩.গভীরভাবে	
৪. পরীক্ষায়	
৫. ভুল- ত্রুটি	

পর্ব-গ . পুনঃ অধ্যয়ন কৌশল

ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়টির বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা মনের মধ্যে ধরে রাখার জন্য তাকে পুনঃ অধ্যয়ন করতে হয়। পুনঃ অধ্যয়নের কৌশলসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

১। পঠন-পাঠন: একজন প্রশিক্ষণার্থী মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে পুনঃ অধ্যয়ন পদ্ধতি অবলম্বন করবেন। ব্যবসায়ের বিভিন্ন ইংরেজি টার্মগুলো মনে রাখতে না পারলে মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন। বার বার অধ্যয়নের ফলে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়-এ কথাটি মনে রেখে প্রশিক্ষণার্থীকে সময় ও সুযোগ মত তা বার বার অধ্যয়ন করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

২। লিখন: প্রশিক্ষণার্থী যা অধ্যয়ন করেছে তা লিখার চেষ্টা করবেন। কেননা, সে যা অধ্যয়ন করেছে তা যথার্থভাবে ত্ত্বাধীন রয়েছে কিনা তা লেখার মাধ্যমে ফুটে উঠবে। তাছাড়া লিখনি শক্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

৩। পাঠোত্তর মূল্যায়ন: একজন প্রশিক্ষণার্থী যা অধ্যয়ন করেছে তা তার আয়ত্বে আছে কিনা বা সে তা ভুলে গেছে কিনা বা সে যা অধ্যয়ন করেছে সে সম্পর্কে তার ধারণা স্বচ্ছ হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য প্রতিটি পাঠ শেষে যে প্রশ্নমালা রয়েছে তার আলোকে প্রশ্নেগুলোর উত্তর মুখে বলতে পারে অথবা কাগজে লিখে মূল্যায়ন করতে পারে। এভাবে পুন: অধ্যয়ন করলে একজন শিক্ষার্থী বেশী উপকৃত হতে পারে।

৪। দলীয়ভাবে আলোচনা: প্রশিক্ষণার্থীরা দলীয়ভাবে পুন:অধ্যয়নের কাজ সম্পন্ন করতে পারে। ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের সকল বিষয়বস্তু একজনের আয়ত্বে নাও আসতে পারে। এমনকি একাধিকবার পাঠ করলেও হয়ত কোন ফল লাভ হয় না। এমতাবস্থায় দলীয়ভাবে পুনঃ অধ্যয়ন বা Revision করলে তাতে সকল শিক্ষার্থী সমানভাবে উপকৃত হতে পারে।

৫। শিক্ষকের সহযোগিতা: শ্রেণী শিক্ষক ক্লাসে পূর্বের অধ্যয়নকৃত পাঠগুলো থেকে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের পুনঃ অধ্যয়নের ব্যবস্থা করতে পারেন। শ্রেণী শিক্ষক তাকে কতগুলো প্রশ্ন বাড়ি থেকে উত্তর তৈরি করে আনার জন্য দিতে পারেন।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুজে বের করি ঃ

১। পুনঃ অধ্যয়নের দুইটি কৌশলের নাম লিখুন ।

২। পুনঃ অধ্যয়নের কোন কৌশলের মাধ্যমে বেশী শিক্ষার্থী উপকৃত হয় ?

৩। কোন প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের সহযোগিতায় শিক্ষার্থী পুনঃ অধ্যয়ন করতে পারেন ?

ইউনিট ৯ **অধিবেশন ৬২**

মূল শিখনীয় বিষয়

বিদ্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে পাঠদান দক্ষতা –
ব্যবসায় শিক্ষা পুনঃ অধ্যয়ন কৌশল

পুনঃ অধ্যয়ন ঃ

পুনঃ অধ্যয়ন বা Revision হচ্ছে একবার অধ্যয়নের পর আবার অধ্যয়ন করা। পুনঃ অধ্যয়ন বলতে বোঝায় কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ের বিষয়বস্তু একবার পাঠ করার পর তা প্রয়োজনে পুনর্বার পাঠ করা। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের বিষয়বস্তু আয়ত্বে রাখার জন্য তা পুনরায় পাঠ করবে। প্রয়োজনে একাধিকবার পাঠ করবে, লিখবে, বোঝার চেষ্টা করবে। আর তখন তা মনের মধ্যে ধরে রাখতে সক্ষম হবে। কোনকিছু একবার পড়ে গেলে এবং পুনরাবৃত্তি না করলে মনের মধ্যে তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সেজন্য ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়টিও পুনঃ অধ্যয়ন করতে হবে। পুনঃ অধ্যয়নের ফলে পঠিত বিষয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে যেমন কোন স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা যায় তেমনি ভুলে যাওয়া বিষয়গুলো আবার স্মরণ করতে সক্ষম হয়।

পুনঃ অধ্যয়নের গুরুত্ব ঃ

যে কোন বিষয়ের পাঠদান দক্ষতা উন্নয়নে পুনঃ অধ্যয়নের গুরুত্ব অত্যধিক। পুনঃ অধ্যয়নের গুরুত্ব নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১। পুনঃ অধ্যয়নে পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে ধারণা স্বচ্ছ হয়।

২। কোন অংশ ভুলে গেলে তা আবার নতুন করে শেখার সুযোগ লাভ হয়।

৩। শিখন স্থায়ী হয়।

৪। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়াদি উপলব্ধি করা যায়।

৫। গভীরভাবে চিন্তা করার সুযোগ লাভ হয়।

৬। পুনঃ অধ্যয়নে পাঠ্য বিষয়ের অনুশীলন হয়।

৭। পরবর্তিতে আরো বেশি জানার আগ্রহ জন্মায়।

৮। বই পড়ার অভ্যাস গড়ে ওঠে।

৯। এড়িয়ে যাওয়া বিষয়গুলো দৃষ্টিগোচর হয়।

১০। পাঠোত্তর মূল্যায়ন সহজ হয়।

১১। পরীক্ষায় ভাল ফল করা যায়।

১২। ভুল ত্রুটি সনাক্ত ও দূর করা যায়।

১৩। বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য যথাযথভাবে পূরণ করা যায়।

১৪। শিক্ষক হিসেবে অধিক দক্ষতা অর্জন করা যায়।

পুনঃ অধ্যয়ন কৌশলঃ

ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়টির বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা মনের মধ্যে ধরে রাখার জন্য তাকে পুনঃ অধ্যয়ন করতে হয়। পুনঃ অধ্যয়নের কৌশলসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

১. পঠন-পাঠন: একজন প্রশিক্ষণার্থী মাধ্যমিক স্তরের ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে পুনঃ অধ্যয়ন পদ্ধতি অবলম্বন করবেন। ব্যবসায়ের বিভিন্ন ইংরেজি টার্মগুলো মনে রাখতে না পারলে মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন। বার বার অধ্যয়নের ফলে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়-এ কথাটি মনে রেখে প্রশিক্ষণার্থীকে সময় ও সুযোগ মত তা বার বার অধ্যয়ন করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

২. লিখন: প্রশিক্ষণার্থী যা অধ্যয়ন করেছে তা লিখার চেষ্টা করবেন। কেননা, সে যা অধ্যয়ন করেছে তা যথার্থভাবে ত্ত্বাধীন রয়েছে কিনা তা লেখার মাধ্যমে ফুটে উঠবে। তাছাড়া লিখনি শক্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

৩. পাঠোত্তর মূল্যায়ন: একজন প্রশিক্ষণার্থী যা অধ্যয়ন করেছে তা তার আয়ত্বে আছে কিনা বা সে তা ভুলে গেছে কিনা বা সে যা অধ্যয়ন করেছে সে সম্পর্কে তার ধারণা স্বচ্ছ হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য প্রতিটি পাঠ শেষে যে প্রশ্নমালা রয়েছে তার আলোকে প্রশ্নেগুলোর উত্তর মুখে বলতে পারে অথবা কাগজে লিখে মূল্যায়ন করতে পারে। এভাবে পুন: অধ্যয়ন করলে একজন শিক্ষার্থী বেশী উপকৃত হতে পারে।

৪. দলীয়ভাবে আলোচনা: প্রশিক্ষণার্থীরা দলীয়ভাবে পুন:অধ্যয়নের কাজ সম্পন্ন করতে পারে। ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের সকল বিষয়বস্তু একজনের আয়ত্বে নাও আসতে পারে। এমনকি একাধিকবার পাঠ করলেও হয়ত কোন ফল লাভ হয় না। এমতাবস্থায় দলীয়ভাবে পুনঃ অধ্যয়ন বা Revision করলে তাতে সকল শিক্ষার্থী সমানভাবে উপকৃত হতে পারে।

৫. শিক্ষকের সহযোগিতা: শ্রেণী শিক্ষক ক্লাসে পূর্বের অধ্যয়নকৃত পাঠগুলো থেকে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের পুনঃ অধ্যয়নের ব্যবস্থা করতে পারেন। শ্রেণী শিক্ষক তাকে কতগুলো প্রশ্ন বাড়ি থেকে উত্তর তৈরি করে আনার জন্য দিতে পারেন।

মূল্যায়ন

১. পুনঃ অধ্যয়ন বলতে কি বোঝায়?

২. পুনঃ অধ্যয়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৩. পুনঃ অধ্যয়নের কৌশলগুলি উল্লেখ করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব-ক .

১. পুনঃ অধ্যয়ন হচ্ছে একবার অধ্যয়নের পর আবার অধ্যয়ন করা

২. বিষয়বস্তু মনে রাখার জন্য

৩. পুনঃ অধ্যয়নের মাধ্যমে

পর্ব-খ .

১. স্বচ্ছ ধারণা হয়

২. স্থায়ী হয়

৩. চিন্তা করার সুযোগ হয়

৪. ভাল ফল করা যায়

৫. সনাক্ত ও দূর করা যায়

পর্ব -গ.

১. পঠন ও পাঠোত্তর মূল্যায়ন

২. দলগত আলোচনা

৩. শিক্ষক শিক্ষার্থীকে বাড়ির কাজ দিলে

ইউনিট ৯ **অধিবেশন ৬৩**

পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষকের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন

ভূমিকা

পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন হল কাজ সঠিক ভাবে সম্পাদনের জন্য যে সকল দক্ষতা প্রয়োজন ঐ সকল দক্ষতার উন্নয়নই হল পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন । ক্রমাগতভাবে একজন শিক্ষক দক্ষ শিক্ষকে পরিণত হবে এটা সকলেরই প্রত্যশা। এ প্রত্যশা পূরণের জন্য পেশাগত উন্নয়ন অপরিহার্য । ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষকের কাজ হল ব্যবসায় শিক্ষা বিষয় পাঠদান করা। ব্যবসায় শিক্ষা বিষয় পাঠদান পদ্ধতি, উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার , আধুনিক তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ, বলবৃদ্ধি করণ এ সকল কাজের উন্নয়ন ঘটানোই হল ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন । শিক্ষাথী বন্ধুরা আসুন পাঠটি ভাল করে পড়ে পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন সম্পর্কে জেনে নেই ।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

- পেশাগত উন্নয়ন ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- পেশাগত উন্নয়নের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নে একজন শিক্ষকের করণীয় চিহ্নিত করতে পারবেন।
- সময়োপযোগী শিক্ষা ধারণা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্রে :

বাসায় বসে স্বশিখনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ একে একে করবেন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষকের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে :

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা টিউটর সেশনের পূর্বদিন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় কর্মপত্রের ফটোকপি, পোস্টার পেপার, প্রয়োজনীয় কলম ইত্যাদি সঙ্গে করে আনতে বলবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক. পেশাগত উন্নয়ন

পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন হল কাজ সঠিক ভাবে সম্পাদনের জন্য যে সকল দক্ষতা প্রয়োজন ঐ সকল দক্ষতার উন্নয়নই হল পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন। ক্রমাগতভাবে একজন শিক্ষক দক্ষ শিক্ষকে পরিণত হবে এটা সকলেরই প্রত্যশা। এ প্রত্যশা পূরণের জন্য পেশাগত উন্নয়ন অপরিহার্য। ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষকের কাজ হল ব্যবসায় শিক্ষা বিষয় পাঠদান করা। ব্যবসায় শিক্ষা বিষয় পাঠদান পদ্ধতি, উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার , আধুনিক তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ, বলবৃদ্ধি করণ এ সকল কাজের উন্নয়ন ঘটানোই হল ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন।

শিক্ষকতা একটি মহান ও স্বীকৃত পেশা বলে একজন শিক্ষককে অবশ্যই তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হয়। একে আধুনিক ও সময়োপযোগি করতে হলে পেশাগত উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা খুবই জরুরি। শিক্ষকতা একটি সমাজসেবামূলক কাজ। তাই এ কাজের উন্নয়নের সাথে সমাজের উন্নয়ন সম্পৃক্ত। পেশাগত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন- বিষয় ও পেশার প্রতি গভীর জ্ঞান আহরণের ইচ্ছা এবং শিক্ষার্থী প্রীতি। এ ছাড়া প্রয়োজন দক্ষতা প্রশিক্ষণ-যেমন বলা ও লেখার দক্ষতা, উপকরণের ব্যবহার, শিক্ষার্থীর পরিমাপ ও মূল্যায়ন দক্ষতা ইত্যাদি।

বর্তমান আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে বিষয়বস্তু ও ধ্যান-ধারণায় নতুনত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। সেজন্য শ্রেণীকক্ষে অংশগ্রহণমূলক পাঠদান কৌশল পরিচালনা, শ্রণী ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতা প্রয়োজন। একজন শিক্ষকের অবশ্যই পেশাগত বিষয়াবলি, শিক্ষা ও সাধারণ বিষয়াবলিতে পর্যাপ্ত ধারণা থাকতে হবে।

পেশাগত উন্নয়নের গুরুত্ব ঃ

নিম্নোক্ত কারণে পেশাগত উন্নয়ন প্রয়োজন। যেমন–

১. পেশাগত মূল্যবোধ ও অনুগত্য সৃষ্টি

২. শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি

৩. গুণগত শিক্ষার উন্নয়ন সাধন

৪. কার্যকর শিক্ষাদান ও জ্ঞান বৃদ্ধি

৫. বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা উন্নয়ন সাধন

৬. পেশাগত সুসম্পর্ক সৃষ্টি এবং

৭. শিক্ষা উপকরণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা নিম্নের ছকটি পূরণ করুন ঃ

১. গুণগত শিক্ষার	
২. শিক্ষা উপকরণের	
৩. বিষয় ভিত্তিক	

পর্ব-খ. ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নে একজন ব্যবসায় শিক্ষা বিষয় শিক্ষকের করণীয় দিকসমূহ

পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো একজন ব্যবসায় শিক্ষা বিষয় শিক্ষকের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়। বর্তমান সময়ের সর্বশেষ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে হয়। এজন্য দরকার পেশাগত দায়িত্ববোধ ও অঙ্গীকার। পেশাগত উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। এজন্য নিম্নোক্ত উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে নিজেকে দক্ষ করে তোলা সম্ভব। যেমন–

- পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক গ্রন্থ পাঠ ও অনুশীলন
- পেশাগত সংগঠনের সদস্য হওয়া
- জার্নাল, নিউজ লেটার ও পত্রিকা সংগ্রহ
- গবেষনা প্রতিবেদন সংগ্রহ
- সেমিনার, ওয়ার্কশপ, দলীয় আলোচনা, বির্তক প্রভৃতির আয়োজন করা

- অভিভাবকদের মতামত বিনিময় (Exchange program) প্রভৃতি কৌশলের মাধ্যমে
- শিক্ষা সংবাদ, শিক্ষা বার্তা, সাময়িকী ইত্যাদি মানসম্মত বই পাঠের মাধ্যমে
- শিক্ষা সম্মেলন, মেলা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন

শিক্ষার্থী বন্ধুরা নিম্নের ছকটি পূরন করুন ঃ

১। পেশাগত সংগঠনের	
২। গবেষণা প্রতিবেদন	
৩। সেমিনার ও ওয়ার্কসপের	
৪। অভিভাবকদের সাথে	

পর্ব-গ. সময়োপযোগী শিক্ষা ধারণা সম্পর্কে নিজেকে প্রস্তুত রাখা

সমাজের চলমান ঘটনাবলির পরিবর্তনের সাথে সাথে একজন শিক্ষককে তথ্য সমৃদ্ধ করতে হয়। ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিষয়ভিত্তিক তথ্যসমূহ হালনাগাদ করতে হলে নিম্নোক্ত উৎসের সহযোগিতা নিতে হয়। যেমন–

• দৈনিক পত্রিকা	• প্রবন্ধ
• রেডিও-টিভি অনুষ্ঠান	• সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্স
• শিক্ষকদের পারস্পরিক আলোচনা	• পেশাগত জার্নাল, সাময়িকী
• সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন	• বিষয়ভিত্তিক ম্যাগাজিন
• সেমিনার-সিম্পোজিয়াম	• সুধীজন সংঘ
• ইন্টারনেট ব্রাউজিং	• ওয়ার্কশপ, দলীয় আলোচনা ইত্যাদি।

বিষয় ভিত্তিক তথ্যসমূহ হালনাগাদের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি উৎসের নাম লিখুন ঃ

১।

২।

৩।

ইউনিট ৯ **অধিবেশন ৬৩**

মূল শিখনীয় বিষয়

পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষকের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন

শিক্ষকতা একটি মহান ও স্বীকৃত পেশা বলে একজন শিক্ষককে অবশ্যই তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হয়। একে আধুনিক ও সময়োপযোগি করতে হলে পেশাগত উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা খুবই জরুরি। শিক্ষকতা একটি সমাজসেবামূলক কাজ। তাই এ কাজের উন্নয়নের সাথে সমাজের উন্নয়ন সম্পৃক্ত। পেশাগত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন- বিষয় ও পেশার প্রতি গভীর জ্ঞান আহরণের ইচ্ছা এবং শিক্ষার্থী প্রীতি। এ ছাড়া প্রয়োজন দক্ষতা প্রশিক্ষণ-যেমন বলা ও লেখার দক্ষতা, উপকরণের ব্যবহার, শিক্ষার্থীর পরিমাপ ও মূল্যায়ন দক্ষতা ইত্যাদি।

বর্তমান আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে বিষয়বস্তু ও ধ্যান-ধারণায় নতুনত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। সেজন্য শ্রেণীকক্ষে অংশগ্রহণমূলক পাঠদান কৌশল পরিচালনা, শ্রণী ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতা প্রয়োজন। একজন শিক্ষকের অবশ্যই পেশাগত বিষয়াবলি, শিক্ষা ও সাধারণ বিষয়াবলিতে পর্যাপ্ত ধারণা থাকতে হবে।

পেশাগত উন্নয়নের গুরুত্ব ঃ

নিম্নোক্ত কারণে পেশাগত উন্নয়ন প্রয়োজন। যেমন–

১। পেশাগত মূল্যবোধ ও অনুগত্য সৃষ্টি

২। শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি

৩। গুণগত শিক্ষার উন্নয়ন সাধন

৪। কার্যকর শিক্ষাদান ও জ্ঞান বৃদ্ধি

৫। বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা উন্নয়ন সাধন

৬। পেশাগত সুসম্পর্ক সৃষ্টি এবং

৭। শিক্ষা উপকরণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নে একজন ব্যবসায় শিক্ষা বিষয় শিক্ষকের করণীয় দিকসমূহ ঃ

পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো একজন ব্যবসায় শিক্ষা বিষয় শিক্ষকের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়। বর্তমান সময়ের সর্বশেষ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে হয়। এজন্য দরকার পেশাগত দায়িত্ববোধ ও অঙ্গীকার। পেশাগত উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। এজন্য নিম্নোক্ত উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে নিজেকে দক্ষ করে তোলা সম্ভব। যেমন–

- পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক গ্রন্থ পাঠ ও অনুশীলন
- পেশাগত সংগঠনের সদস্য হওয়া
- জার্নাল, নিউজ লেটার ও পত্রিকা সংগ্রহ
- গবেষনা প্রতিবেদন সংগ্রহ
- সেমিনার, ওয়ার্কশপ, দলীয় আলোচনা, বির্তক প্রভৃতির আয়োজন করা
- অভিভাবকদের মতামত বিনিময় (Exchange program) প্রভৃতি কৌশলের মাধ্যমে
- শিক্ষা সংবাদ, শিক্ষা বার্তা, সাময়িকী ইত্যাদি মানসম্মত বই পাঠের মাধ্যমে
- শিক্ষা সম্মেলন, মেলা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন
- শিক্ষক নিজে গবেষণা কাজে নিয়োজিত থেকে ও শিক্ষার্থীদেরকে নির্দেশিত কাজ দিয়ে এ দু'এর সমন্বয়ে দক্ষতা বাড়াতে পারেন
- পূর্ব নির্ধারিত ভিডিও প্রদর্শন, চলচ্চিত্র বা টিভি অনুষ্ঠান দেখে (যেমন-বাউবি পরিচালিত কার্যক্রম) বা রেডিওতে প্রচারিত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান নিয়মিত শোনা
- ব্যক্তিগত ও স্কুল পাঠাগার ব্যবহার করা

সময়োপযোগী শিক্ষা ধারণা সম্পর্কে নিজেকে প্রস্তুত রাখা

সমাজের চলমান ঘটনাবলির পরিবর্তনের সাথে সাথে একজন শিক্ষককে তথ্য সমৃদ্ধ করতে হয়। ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিষয়ভিত্তিক তথ্যসমূহ হালনাগাদ করতে হলে নিম্নোক্ত উৎসের সহযোগিতা নিতে হয়। যেমন–

• দৈনিক পত্রিকা	• প্রবন্ধ
• রেডিও-টিভি অনুষ্ঠান	• সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্স
• শিক্ষকদের পারস্পরিক আলোচনা	• পেশাগত জার্নাল, সাময়িকী
• সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন	• বিষয়ভিত্তিক ম্যাগাজিন
• সেমিনার-সিম্পোজিয়াম	• সুধিজন সংঘ
• ইন্টারনেট ব্রাউজিং	• ওয়ার্কশপ, দলীয় আলোচনা ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাছে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি হলেন একজন শিক্ষক। তাই তাকে চলমান বিশ্বের তথ্য ভান্ডারের সমৃদ্ধ হওয়া এবং তা শিক্ষার্থীদের জানানো পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের হাতিয়ার এবং দায়িত্ব বলে বিবেচিত।

মূল্যায়ন

১. পেশাগত উন্নয়ন কী? এর গুরুত্ব আরোচনা করুন।
২. পেশাগত উন্নয়নে একজন শিক্ষকের করণীয়সমূহ লিখুন।
৩. সময়োপযোগি শিক্ষা ধারণা সম্পর্কে শিক্ষককে প্রস্তুত রাখার কৌশল বর্ণনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব-ক.

১. উন্নয়ন সাধন
২. যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করণ
৩. দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার উন্নয়ন

পর্ব-খ.

১. সদস্য হওয়া
২. সংগ্রহ করা
৩. আয়োজন করা
৪. মতামত বিনিময় করা

পর্ব-গ.

১. ইন্টারনেট ব্রাউজিং
২. দৈনিক পত্রিকা
৩. রেডিও-টিভি অনুষ্ঠান

ইউনিট ৯ **অধিবেশন ৬৪**

ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণে প্রতিফলন ও প্রতিফলন অনুশীলন

ভূমিকা

প্রত্যেকটি শিক্ষক নিজের পেশাগত উন্নয়ন ঘটাতে চায়। পেশাগত উন্নয়ন ঘটিয়ে দক্ষ শিক্ষকের সুনাম অর্জনের তীব্র বাসনা সকল শিক্ষকেরই থাকে । কেউ সুনাম অর্জন করতে পারে । আবার কেউ পারেনা ।

কারণ যে সকল শিক্ষক প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে নিজের পাঠদানের দূর্বলতা সনাক্ত করে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তারাই আস্তে আস্তে দক্ষ শিক্ষকে পরিণত হন । তাই ভাল শিক্ষক হওয়ার জন্য প্রতিফলন অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন । আসুন শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রতিফলন অনুশীলন সম্পর্কে ভাল ভাবে জানার জন্য পাঠটি ভাল করে পড়ি ।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

- প্রতিফলন অনুশীলনের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রতিফলন অনুশীলনের বিবেচ্য দিকসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।
- প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করতে পারবেন।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্রে :

বাসায় বসে স্বশিখনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ একে একে করবেন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষকের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে :

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা টিউটর সেশনের পূর্বদিন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় কর্মপত্রের ফটোকপি, পোস্টার পেপার, প্রয়োজনীয় কলম ইত্যাদি সঙ্গে করে আনতে বলবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক . প্রতিফলন ও প্রতিফলন অনুশীলন

শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত কোন শিক্ষকই তার শিক্ষকতা জীবনের প্রথম দিন থেকেই সুশিক্ষক হিসেবে গণ্য হতে পারেন না। শিক্ষকতার সফলতা অনেকটা নির্ভর করে তার নিজের প্রচেষ্টার উপর। এজন্য দরকার প্রতিফলন অনুশীলন। প্রথমেই আমরা জেনে নেই প্রতিফলন অনুশীলন কী?

প্রতিফলন শব্দের অর্থ হল ফিরে আসা, গভীর ভাবে চিন্তাপ্রসূত ফল ইত্যাদি। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিফলন হল কাজের পুনরালোচনা ও মূল্যায়ন। Boud, Keogh and Walker এর মতে ''প্রতিফলন হল মানুষের সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কর্ম তত্পরতা যার দ্বারা অভিজ্ঞতার পুনঃ আয়ত্বকরণ, সে সম্পর্কে চিন্তা, মনে মনে বিচার ও মূল্যায়ন করা।''

প্রতিফলন অনুশীলন হল শিক্ষণ অভিজ্ঞতার পুনর্বিবেচনা ও মূল্যায়নের একটি প্রক্রিয়া যা দ্বারা শিক্ষাদান কাজের ক্রমাগত উন্নয়ন করা যায় । শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিফলন একজন শিক্ষক তার পাঠদান কাজের সবল ও দূর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে নিরাময়ের ব্যবস্থা নিতে পারে ।

প্রতিফলন অনুশীলন হচ্ছে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত শিক্ষকদের শিক্ষকতা সংক্রান্ত যোগ্যতা ও দক্ষতাগুলোকে আয়ত্ত্ব করার প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টায় একজন কর্মরত শিক্ষক যদি প্রতিদিন তার নিজের পাঠদানের সবল ও দুর্বল দিক সনাক্ত করতে পারেন এবং দুর্বল দিকগুলো প্রতিনিয়ত পরিহার করে সবল দিকগুলো চর্চার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন তাহলে এক সময় আসবে যখন তার মধ্যে পাঠদানের শুধু ভাল দক্ষতাগুলোই প্রকাশিত হবে। অর্থাৎ শিক্ষকতার যোগ্যতা বা দক্ষতা নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করার অনুশীলনকেই প্রতিফলন অনুশীলন বলা হয়। প্রতিফলন অনুশীলন প্রক্রিয়ায় একজন শিক্ষক শুধুমাত্র নিজের ভাল দক্ষতা বা গুণাবলিগুলোকেই প্রতিষ্ঠিত করবে তা নয় তিনি নিজের প্রতিষ্ঠানসহ পরিচিত পরিমণ্ডলের ভাল শিক্ষকদের

পাঠদানসহ শিক্ষকতার অন্যান্য কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করে তার ভাল দিকগুলোকে নিজের মধ্যে প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করবেন। সুতরাং বলা যেতে পারে, যে অনুশীলনের মাধ্যমে একজন শিক্ষক সারা জীবনব্যাপী প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজের অথবা অন্যের শিক্ষকতা পেশার দক্ষতা বা যোগ্যতাগুলোকে নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করে ভাল এবং দক্ষ শিক্ষক হিসেবে গড়ে উঠতে পারেন তাকে প্রতিফলন অনুশীলন বলা হয়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি ঃ

১। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিফলন কী ?

২। শিক্ষকতায় সফলতার জন্য কী দরকার ?

৩। প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে পাঠদানের কী চিহ্নিত করা যায় ?

পর্ব-খ. প্রতিফলন অনুশীলনের বিবেচ্য দিকসমূহ

১। **অনুশীলন ঃ** কর্মক্ষেত্রে একজন দক্ষ ও স্বার্থক শিক্ষককে পর্যবেক্ষণ করে একজন প্রশিক্ষণার্থী পাঠদান শিখতে পারে। এমনকি নিজের পাঠদানের স্বমূল্যায়ন করেও পাঠদানের দক্ষতা বাড়ানো যায়। এটাই হচ্ছে প্রতিফলন অনুশীলনের উপযোগিতা।

২। **পর্যবেক্ষণ ঃ** শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ব্যবহারের বিভিন্ন দিক আছে পর্যবেক্ষণ করার মত। এ ধরণের অনুশীলন আলোকপাত করে কিভাবে পাঠের সময় একজন শিক্ষক প্রশ্ন করেন, কি ধরণের প্রশ্ন করেন, কাদেরকে সরাসরি প্রশ্ন করেন এবং কাদেরকে উত্তর দেওয়ার জন্য মনোনীত করেন, কখন এব কেমনভাবে প্রশ্ন করে তা দেখাও পর্যবেক্ষণের কাজ।

৩। **লক্ষ্য করা ঃ** প্রতিফলন অনুশীলনে একজন প্রশিক্ষণার্থী নিজেকে প্রশ্ন করতে পারেন ঠিক এভাবে–

ক. দক্ষ শিক্ষক শ্রেণীতে কি ধরণের প্রশ্ন করেন ? প্রশ্নটি কি উন্মুক্ত (যার কোন সঠিক উত্তর নেই) না কি বদ্ধ (যার সঠিক উত্তর দেয়া রয়েছে যেমন হ্যাঁ বা না)?

খ. প্রশ্নটি কি নিম্নস্তরের চিন্তন (স্মরণ করা) না কি উচুস্তরের চিন্তন (বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, মূল্যায়ন সংক্রান্ত) প্রশ্নটি কি বাগাড়ম্বর পূর্ণ (যার উত্তরের আশা থাকে না) না কি যথার্থ প্রশ্ন (একটি উত্তর দিতে হয়), প্রশ্নটি কি কার্যপ্রণালী সম্বন্ধীয় (নির্দেশ অনুসরণ সম্পর্কিত) না কি স্বাধীন বাস্তব প্রশ্ন (যা শিখতে হবে তা সম্পর্কিত)।

গ. দক্ষ শিক্ষক কাদের সরাসরি প্রশ্ন করেন ? তিনি কি পুরো শ্রেণীর দিকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করেন না কি সময় সময় বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন? যদি উভয়টাই করে

থাকেন তাহলে এ ধরণের প্রশ্নের মধ্যে ভারসাম্য কি? যখন এ ধরণের প্রশ্ন করা হয় তখন প্রধানত কাদের উদ্দেশ্যে করা হয়? এভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করা হয়।

৪। **শিখন- শিক্ষণ কার্যক্রম ঃ** প্রাথমিকভাবে শ্রেণীটির জন্য একটি আসন বিন্যাস পরিকল্পনা করুন। দক্ষ শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে কিভাবে আসন বিন্যাস করেছেন? কিভাবে কোন শর্ত অনুযায়ী দল করেছে? দলগতভাবে কি করা দিয়েছেন? শিক্ষার্থীরা কাজ করার সময় কি ভাবে তিনি শ্রেণী তদারকী করছেন? কি ভাবে পাঠের সারাংশ আদায় করছেন? ইত্যাদি ডায়েরিতে নথিভুক্ত করবেন।

৫। **সমালোচনা ঃ** দক্ষ শিক্ষক পাঠে কি কি উপকরণ ব্যবহার করছেন? কোন সময়ে উপকরণ দেখাচ্ছেন? উপকরণ দেখানোর পর সেটি কোথায় রাখছেন? উপকরণটি দেখতে কেমন? অর্থাৎ তার আকার কি?

১। এর মাধ্যমে শিক্ষক নিজের পাঠের সবল ও দুর্বল দিক সনাক্ত করতে পারেন।

২। সতীর্থ শিক্ষকের পাঠদানের সবল ও দুর্বল দিক সনাক্ত করতে পারেন।

৩। অভিজ্ঞ ও দক্ষ সহযোগী শিক্ষকের পাঠের সবল দিকগুলি বোঝার সুযোগ পাবেন।

৪। ক্রমাগতভাবে শিক্ষকতার ভাল দিকগুলি আয়ত্ত্ব করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৫। পাঠে নিয়মিতভাবে প্রস্তুতি গ্রহণের অভ্যাস গড়ে ওঠে।

৬। নিয়মিত অধ্যয়নের অভ্যাস গড়ে ওঠে।

৭। এর মাধ্যমে দক্ষ শিক্ষকের ভাল দিকগুলো নিজের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

৮। শিক্ষক শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলতে শেখেন।

৯। মুদ্রা দোষগুলো পরিহার করার সুযোগ পায়।

১০। ক্রমাগতভাবে আত্মমূল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

১১। প্রতিফলন অনুশীলন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষককে দক্ষ শিক্ষক হতে সহায়তা করে।

১২। এর মাধ্যমে নিজের ভুল-ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

শিক্ষক নিজে উপকরণ প্রদর্শন করছেন না কি প্রশিক্ষণার্থীকে হাতে নাতে ব্যবহার করতে দিচ্ছেন?

৬ .ক্রিয়া ঃ উপরে উল্লেখিত সবগুলো খুঁটিনাটি বিষয় যেমন–প্রশ্ন করার কৌশল, প্রশ্নের ধরণ, উত্তর আদায়ের প্রক্রিয়া, আসন বিন্যাস, দল গঠন, উপকরণের মান, উপকরণের ব্যবহার, দলগত কাজ প্রদান, শ্রেণী তদারকী, পাঠ মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয় প্রতিফলন ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করা দরকার। এই প্রতিফলন ডায়েরিটি প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক লিখবেন এবং পরবর্তী পাঠে অনুসরণ করবেন। এই অভ্যাস একজন শিক্ষককে ক্রমান্বয়ে

৭. অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষককে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন নিম্নের প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে বের করি ঃ

১. প্রতিফলন অনুশীলনের ৩টি বিবেচ্য বিষয় লিখ ।

ক.

খ.

গ.

পর্ব-গ. প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা

জীবনে দক্ষ ও প্রতিষ্ঠিত শিক্ষক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ:

শিক্ষকের ব্যক্তি চরিত্র, পেশাগত বৈশিষ্ট্য যেমন তার নিজের পরিচায়ক, তেমনি গুণগত বৈশিষ্ট্য ও তার পরিচয়ের অপরিহার্য অংগ। মানুষ গড়ার কারখানায় যারা প্রতিনিয়ত সেবাদান কাজে নিমগ্ন, যাদের কাজ শুধু শিশুদের মন মননের পরিচর্যা তাদেরকে সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির সঙ্গে সুকুমার শিল্পবোধ সম্পর্কে সচেতন হতে হয়। এ জন্য প্রতিফলন অনুশীলন প্রতিটি শিক্ষকের জন্য অপরিহার্য হওয়া উচিত।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা নিম্নের ছকটি পূরণ করুন ঃ

প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা	পূরণ করুন
১. মুদ্রা দোষগুলো	
২. নিয়মিত অধ্যয়নের	
৩. শিক্ষক শুদ্ধ উচ্চারণে	
৪. ক্রমাগতভাবে শিক্ষকতার ভাল দিকগুলি	

ইউনিট ৯ **অধিবেশন ৬৪**

মূল শিখনীয় বিষয়
ব্যবসায় শিক্ষা শিখনে প্রতিফলনমূলক পদ্ধতি

শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত কোন শিক্ষকই তার শিক্ষকতা জীবনের প্রথম দিন থেকেই সুশিক্ষক হিসেবে গণ্য হতে পারেন না। শিক্ষকতার সফলতা অনেকটা নির্ভর করে তার নিজের প্রচেষ্টার উপর। এজন্য দরকার প্রতিফলন অনুশীলন। প্রথমেই আমরা জেনে নেই প্রতিফলন অনুশীলন কী ?

প্রতিফলন শব্দের অর্থ হল ফিরে আসা, গভীর ভাবে চিন্তাপ্রসূত ফল ইত্যাদি । শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিফলন হল কাজের পুনরালোচনা ও মূল্যায়ন । Boud, Keogh and Walker এর মতে ''প্রতিফলন হল মানুষের সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কর্ম তত্পরতা যার দ্বারা অভিজ্ঞতার পুনঃ আয়ত্বকরণ, সে সম্পর্কে চিন্তা, মনে মনে বিচার ও মূল্যায়ন করা।

প্রতিফলন অনুশীলন হল শিক্ষণ অভিজ্ঞতার পুনর্বিবেচনা ও মূল্যায়নের একটি প্রক্রিয়া যা দ্বারা শিক্ষাদান কাজের ক্রমাগত উন্নয়ন করা যায় । প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে একজন শিক্ষক তার পাঠদান কাজের সবল ও দূর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে নিরাময়ের ব্যবস্থা নিতে পারে।

প্রতিফলন অনুশীলন হচ্ছে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত শিক্ষকদের শিক্ষকতা সংক্রান্ত যোগ্যতা ও দক্ষতাগুলোকে আয়ত্ত্ব করার প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টায় একজন কর্মরত শিক্ষক যদি প্রতিদিন তার নিজের পাঠদানের সবল ও দুর্বল দিক সনাক্ত করতে পারেন এবং দুর্বল দিকগুলো প্রতিনিয়ত পরিহার করে সবল দিকগুলো চর্চার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন তাহলে এক সময় আসবে যখন তার মধ্যে পাঠদানের শুধু ভাল দক্ষতাগুলোই প্রকাশিত হবে। অর্থাৎ শিক্ষকতার যোগ্যতা বা দক্ষতা নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করার অনুশীলনকেই প্রতিফলন অনুশীলন বলা হয়। প্রতিফলন অনুশীলন প্রক্রিয়ায় একজন শিক্ষক শুধুমাত্র নিজের ভাল দক্ষতা বা গুণাবলিগুলোকেই প্রতিষ্ঠিত করবে তা নয় তিনি নিজের প্রতিষ্ঠানসহ পরিচিত পরিমন্ডলের ভাল শিক্ষকদের পাঠদানসহ শিক্ষকতার অন্যান্য কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করে তার ভাল দিকগুলোকে নিজের মধ্যে প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করবেন। সুতরাং বলা যেতে পারে, যে অনুশীলনের মাধ্যমে একজন

শিক্ষক সারা জীবনব্যাপী প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজের অথবা অন্যের শিক্ষকতা পেশার দক্ষতা বা যোগ্যতাগুলোকে নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করে ভাল এবং দক্ষ শিক্ষক হিসেবে গড়ে উঠতে পারেন তাকে প্রতিফলন অনুশীলন বলা হয়।

প্রতিফলন অনুশীলনের বিবেচ্য দিকসমূহ ঃ

১। কর্মক্ষেত্রে একজন দক্ষ ও স্বার্থক শিক্ষককে পর্যবেক্ষণ করে একজন প্রশিক্ষণার্থী পাঠদান শিখতে পারে। এমনকি নিজের পাঠদানের স্বমূল্যায়ন করেও পাঠদানের দক্ষতা বাড়ানো যায়। এটাই হচ্ছে প্রতিফলন অনুশীলনের উপযোগিতা।

২। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ব্যবহারের বিভিন্ন দিক আছে পর্যবেক্ষণ করার মত। এ ধরণের অনুশীলন আলোকপাত করে কিভাবে পাঠের সময় একজন শিক্ষক প্রশ্ন করেন, কি ধরণের প্রশ্ন করেন, কাদেরকে সরাসরি প্রশ্ন করেন এবং কাদেরকে উত্তর দেওয়ার জন্য মনোনীত করেন, কখন এব কেমনভাবে প্রশ্ন করে তা দেখাও পর্যবেক্ষণের কাজ।

৩। প্রতিফলন অনুশীলনে একজন প্রশিক্ষণার্থী নিজেকে প্রশ্ন করতে পারেন ঠিক এভাবে–

ক. দক্ষ শিক্ষক শ্রেণীতে কি ধরণের প্রশ্ন করেন? প্রশ্নটি কি উন্মুক্ত (যার কোন সঠিক উত্তর নেই) না কি বদ্ধ (যার সঠিক উত্তর দেয়া রয়েছে যেমন হ্যাঁ বা না)?

খ. প্রশ্নটি কি নিম্নস্তরের চিন্তন (স্মরণ করা) না কি উচুস্তরের চিন্তন (বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, মূল্যায়ন সংক্রান্ত) প্রশ্নটি কি বাগাড়ম্বর পূর্ণ (যার উত্তরের আশা থাকে না) না কি যথার্থ প্রশ্ন (একটি উত্তর দিতে হয়), প্রশ্নটি কি কার্যপ্রণালী সম্বন্ধীয় (নির্দেশ অনুসরণ সম্পর্কিত) না কি স্বাধীন বাস্তব প্রশ্ন (যা শিখতে হবে তা সম্পর্কিত)।

গ. দক্ষ শিক্ষক কাদের সরাসরি প্রশ্ন করেন? তিনি কি পুরো শ্রেণীর দিকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করেন না কি সময় সময় বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন? যদি উভয়টাই করে থাকেন তাহলে এ ধরণের প্রশ্নের মধ্যে ভারসাম্য কি? যখন এ ধরণের প্রশ্ন করা হয় তখন প্রধানত কাদের উদ্দেশ্যে করা হয়? এভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করা হয়।

৪। প্রাথমিকভাবে শ্রেণীটির জন্য একটি আসন বিন্যাস পরিকল্পনা করুন। দক্ষ শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে কিভাবে আসন বিন্যাস করেছেন? কিভাবে কোন শর্ত অনুযায়ী দল করেছে? দলগতভাবে কি করা দিয়েছেন? শিক্ষার্থীরা কাজ করার সময় কি ভাবে তিনি শ্রেণী তদারকী করছেন? কি ভাবে পাঠের সারাংশ আদায় করছেন? ইত্যাদি ডায়েরিতে নথিভুক্ত করবেন।

৫। দক্ষ শিক্ষক পাঠে কি কি উপকরণ ব্যবহার করছেন? কোন সময়ে উপকরণ দেখাচ্ছেন? উপকরণ দেখানোর পর সেটি কোথায় রাখছেন? উপকরণটি দেখতে কেমন? অর্থাৎ তার আকার কি? শিক্ষক নিজে উপকরণ প্রদর্শন করছেন না কি প্রশিক্ষার্থীর হাতে নাতে ব্যবহার করতে দিচ্ছেন?

উপরে উল্লেখিত সবগুলো খুঁটিনাটি বিষয় যেমন–প্রশ্ন করার কৌশল, প্রশ্নের ধরণ, উত্তর আদায়ের প্রক্রিয়া, আসন বিন্যাস, দল গঠন, উপকরণের মান, উপকরণের ব্যবহার, দলগত কাজ প্রদান, শ্রেণী তদারকী, পাঠ মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয় প্রতিফলন ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করা দরকার। এই প্রতিফলন ডায়েরিটি প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক লিখবেন এবং পরবর্তী পাঠে অনুসরণ করবেন। এই অভ্যাস একজন শিক্ষককে ক্রমান্বয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করে।

শিক্ষকের জন্য প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা ঃ

জীবনে দক্ষ ও প্রতিষ্ঠিত শিক্ষক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ:

১। এর মাধ্যমে শিক্ষক নিজের পাঠের সবল ও দুর্বল দিক সনাক্ত করতে পারেন।

২। সতীর্থ শিক্ষকের পাঠদানের সবল ও দুর্বল দিক সনাক্ত করতে পারেন।

৩। অভিজ্ঞ ও দক্ষ সহযোগী শিক্ষকের পাঠের সবল দিকগুলি বোঝার সুযোগ পাবেন।

৪। ক্রমাগতভাবে শিক্ষকতার ভাল দিকগুলি আয়ত্ত্ব করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৫। পাঠে নিয়মিতভাবে প্রস্তুতি গ্রহণের অভ্যাস গড়ে ওঠে।

৬। নিয়মিত অধ্যয়নের অভ্যাস গড়ে ওঠে।

৭। এর মাধ্যমে দক্ষ শিক্ষকের ভাল দিকগুলো নিজের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

৮। শিক্ষক শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলতে শেখেন।

৯। মুদ্রা দোষগুলো পরিহার করার সুযোগ পায়।

১০। ক্রমাগতভাবে আত্মমূল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

১১। প্রতিফলন অনুশীলন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষককে দক্ষ শিক্ষক হতে সহায়তা করে।

১২। এর মাধ্যমে নিজের ভুল-ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

শিক্ষকের ব্যক্তি চরিত্র, পেশাগত বৈশিষ্ট্য যেমন তার নিজের পরিচায়ক, তেমনি গুণগত বৈশিষ্ট্য ও তার পরিচয়ের অপরিহার্য অংগ। মানুষ গড়ার কারখানায় যারা প্রতিনিয়ত সেবাদান কাজে নিমগ্ন, যাদের কাজ শুধু শিশুদের মন মননের পরিচর্যা তাদেরকে সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির সঙ্গে সুকুমার শিল্পবোধ সম্পর্কে সচেতন হতে হয়। এ জন্য প্রতিফলন অনুশীলন প্রতিটি শিক্ষকের জন্য অপরিহার্য হওয়া উচিত।

মূল্যায়ন

১। প্রতিফলন কী? প্রতিফলন অনুশীলনের বিবেচ্য দিকসমূহ বর্ণনা করুন।

২। শিক্ষকের জন্য প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব - ক.

১. শিক্ষাদান কাজের পুনরালোচনা ও মূল্যায়ন

২. প্রতিফলন অনুশীলন

৩. পাঠদানের সবল ও দূর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করা যায় ।

পর্ব - খ.

১.

ক. অনুশীলন

খ. সমালোচনা

গ. ক্রিয়া

পর্ব - গ.

১.পরিহার করার সুযোগ পায়

২. অভ্যাস গড়ে উঠে

৩. কথা বলতে শেখেন

৪. নিজের মধ্যে প্রতিফলিত হয়

ইউনিট ৯ **অধিবেশন ৬৫**

বিদ্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষার্থীদের স্ব-শিখন ও আধুনিক নবতর শিখন ধারণা সম্পর্কে অবহিতকরণ

ভূমিকা

শিক্ষন হল নতুন কোন জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন। শিক্ষকের অন্যতম কাজ হল শিক্ষার্থীর মধ্যে নবতর জ্ঞান ও প্রযুক্তি দান করা । এ জন্য শিক্ষকে সব সময় শিক্ষার নতুন নতুন বিষয়বস্তু আয়ত্ব করতে হয়। এ সকল বিষয়বস্তু আয়ত্ব আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সম্ভব নয় । তাই প্রয়োজন স্ব-শিখন প্রক্রিয়া। স্ব-শিখনের মাধ্যমে শিক্ষক তার প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষার্থীর মধ্যে বিতরণ করতে পারেন। তাই শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে স্ব- শিক্ষনের ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। আসুন শিক্ষার্থী বন্ধুরা পাঠটি ভাল করে পড়ি ।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

- স্ব-শিখন ও নবতর শিখন ধারণার সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- স্ব-শিখনের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারবেন।
- স্ব-শিখনের গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্রে :

বাসায় বসে স্বশিখনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ একে একে করবেন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষকের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে :

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা টিউটর সেশনের পূর্বদিন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় কর্মপত্রের ফটোকপি, পোস্টার পেপার, প্রয়োজনীয় কলম ইত্যাদি সঙ্গে করে আনতে বলবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- ক. স্ব-শিখন ও আধুনিক নবতর শিখন ধারণার সংজ্ঞা

স্ব-শিখন অর্থ হল নিজে নিজে শেখা ।এটি এমন পদ্ধতি যেখানে শিক্ষর্থী বিভিন্ন মাধ্যম থেকে স্ব-উদ্যোগে শিক্ষা গ্রহণের কাজটি সম্পন্ন করে। মনোবিদ মেগক (Megeoch) শিখনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন "শিখন হল অভ্যাসের ফলে ক্রিয়ার পরিবর্তন"। ক্রিয়া বা আচরণের পরিবর্তনের প্রধান শর্ত হল শিখন অভ্যাস। আর শিখনের অভ্যাস মূলত: গড়ে উঠে স্ব-শিখনের মাধ্যমে ।

শ্রেণী পাঠদানে শিক্ষককে সহযোগিতা করার জন্য সর্বাধুনিক শিখন- শিক্ষণ পদ্ধতি, তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ হচ্ছে নবতর শিক্ষণ ধারণা । **যেমন- অসবেল, অসবর্ণ,উইট্রক ও ভাইগোটস্কীর শিক্ষণ ধারণাসমূহ সর্বাধুনিক।**

আবার সতীর্থ ও সহযোগিতা মূলক শিক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি সমূহও নবতর শিক্ষণ ধারণা। শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুজে বের করি ঃ

১। স্ব-শিখন অর্থ কী ?

২। মেগকের মতে শিখন কী ?

৩। আচরণ পরিবর্তনের প্রধান শর্ত কোনটি ?

পর্ব-খ. স্ব-শিখনের ক্ষেত্র বা মাধ্যম

স্ব-শিখনের বিভিন্ন রকম মাধ্যম রয়েছে । নিম্নে কতগুলো মাধ্যম উল্লেখ করা হল ।

- দলগত কাজ / দলগত আলোচনা
- হাতে কলমে কাজ
- পাঠ্যবই, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল পড়ে

- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা পরিদর্শন
- পর্যটন কেন্দ্র পরিদর্শন
- ইন্টারনেট থেকে
- তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাতকার
- শিল্পকারখানা পরিদর্শন
- সহপাঠীদের সাথে আলোচনা
- গবেষণার মাধ্যমে
- অর্পিত কাজের মাধ্যমে
- রেডিও, টেলিভিশন থেকে
- উদ্ভাবনীমূলক কর্মে নিয়োজিত করে
- পারস্পরিক আলোচনা ও মত বিনিময়

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন নিম্নের ছকটি পূরণ করি ঃ

১. উদ্ভাবনীমূলক কর্মে	
২. পারস্পরিক আলোচনা	
৩. শিল্পকারখানা ও পর্যটন কেন্দ্র	

পর্ব-গ.স্ব-শিখনের গুরুত্ব

- শিখনে পূর্ণতা আসে
- শিখন ও আচরণে স্বতঃস্ফুর্ততা আসে
- শিখন স্থায়ী হয়
- সমস্যা সমাধানে তাগিদ সৃষ্টি হয়
- উদ্ভাবনীমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে
- শিখনে ধারাবাহিকতা থাকে
- চিন্তা ও কাজের স্বাধীনতা থাকে

- সহনশীল মনোভাব ও যোগাযোগের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়
- ভুল ত্রুটি সংশোধনের সংশোধনের সুযোগ হয়
- শিখনে ভয় বা সংকোচ থাকে না
- নিজ ক্ষমতা অনূযায়ী পাঠে অগ্রসন হওয়ার সুযোগ
- কাজের মাধ্যমে শিখন হয়
- পাঠ্যভ্যাস গড়ে উঠে
- আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতা বাড়ে
- কৌতুহল ও আনন্দের সৃষ্টি হয়
- জ্ঞান চর্চায় আগ্রহ বৃদ্ধি পায়

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন নিম্নের ছকটি পূরণ করি ঃ

১. চিন্তা ও কাজের	
২. শিখনে ভয় বা সংকোচ	
৩. শিখন	
৪. কাজের মাধ্যমে	
৫. জ্ঞান চর্চায়	

ইউনিট ৯ **অধিবেশন ৬৫**

মূল শিখনীয় বিষয়

বিদ্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষার্থীদের স্ব-শিখন ও আধুনিক নবতর শিখন ধারণা সম্পর্কে অবহিতকরণ

স্ব-শিখন ও আধুনিক নবতর শিখন ধারণার সংজ্ঞা

স্ব-শিখন অর্থ হল নিজে নিজে শেখা ।এটি এমন পদ্ধতি যেখানে শিক্ষর্থী বিভিন্ন মাধ্যম থেকে স্ব-উদ্যোগে শিক্ষা গ্রহণের কাজটি সম্পন্ন করে। মনোবিদ মেগক (Megeoch) শিখনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন "শিখন হল অভ্যাসের ফলে ক্রিয়ার পরিবর্তন"। ক্রিয়া বা আচরণের পরিবর্তনের প্রধান শর্ত হল শিখন অভ্যাস। আর শিখনের অভ্যাস মূলত: গড়ে উঠে স্ব-শিখনের মাধ্যমে।

শ্রেণী পাঠদানে শিক্ষককে সহযোগিতা করার জন্য সর্বাধুনিক শিখন- শিক্ষণ পদ্ধতি, তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ হচ্ছে নবতর শিক্ষণ ধারণা। যেমন- অসবেল, অসবর্ণ,উইট্রক ও ভাইগোটস্কীর শিক্ষণ ধারণাসমূহ সর্বাধুনিক। আবার সতীর্থ ও সহযোগিতা মূলক শিক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি সমূহও নবতর শিক্ষণ ধারণা।

বিশ্বায়নের যুগে সকল দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অভিন্ন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। শিক্ষার সকল স্তরেই শিখন ধারণাই উচ্চতর প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়ার অনুশীলন করা হয। পাঠদান পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। গতানুগতিক বক্তৃতা পদ্ধতির স্থলে অসংখ্য আধুনিক পাঠদান পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে পাঠদানের মান অতীতের চেয়ে সমৃদ্ধ ও মানসম্মত। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক, প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গি, উদ্দেশ্য, অভিভাবক ও কমিউনিটির সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক ও দায়িত্ব অতীতের চেয়ে অনেক বেশি নিবিড়। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় প্রতিষ্ঠান প্রধান ও অন্যান্য শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারি আরও বেশি সচেতন ও দায়িত্ববান। বর্তমানে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ সুস্পষ্ট ও উন্মুক্ত। তাই পাঠদান ও পাঠ গ্রহণ উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষক শিক্ষার্থী ও অভিভাবক শিখন প্রক্রিয়ার অনেক কৌশল পূর্বে থেকেই পরিজ্ঞাত।

স্ব-শিখনের ক্ষেত্র বা মাধ্যম

স্ব-শিখনের বিভিন্ন রকম মাধ্যম রয়েছে । নিম্নে কতগুলো মাধ্যম উল্লেখ করা হল ঃ

- দলগত কাজ / দলগত আলোচনা
- হাতে কলমে কাজ
- পাঠ্যবই, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল পড়ে
- হসাববিজ্ঞান ক্লাব
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা পরিদর্শন
- পর্যটন কেন্দ্র পরিদর্শন
- ইন্টারনেট থেকে
- তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাতকার
- শিল্পকারখানা পরিদর্শন
- সহপাঠীদের সাথে আলোচনা
- গবেষণার মাধ্যমে
- অর্পিত কাজের মাধ্যমে
- রেডিও, টেলিভিশন থেকে
- উদ্ভাবনীমূলক কর্মে নিয়োজিত করে
- পারস্পরিক আলোচনা ও মত বিনিময়

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন নিম্নের ছকটি পূরণ করি ঃ

১. উদ্ভাবনীমূলক কর্মে	
২. পারস্পরিক আলোচনা	
৩. শিল্পকারখানা ও পর্যটন কেন্দ্র	

স্ব-শিখনের গুরুত্ব ঃ

- শিখনে পূর্ণতা আসে
- শিখন ও আচরণে স্বতঃস্ফুর্ততা আসে
- শিখন স্থায়ী হয়
- সমস্যা সমাধানে তাগিদ সৃষ্টি হয়
- উদ্ভাবনীমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে
- শিখনে ধারাবাহিকতা থাকে
- চিন্তা ও কাজের স্বাধীনতা থাকে
- সহনশীল মনোভাব ও যোগাযোগের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়
- ভুল ত্রুটি সংশোধনের সংশোধনের সুযোগ হয়
- শিখনে ভয় বা সংকোচ থাকে না
- নিজ ক্ষমতা অনূযায়ী পাঠে অগ্রসন হওয়ার সুযোগ
- কাজের মাধ্যমে শিখন হয়
- পাঠ্যভ্যাস গওড় উঠে
- আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতা বাড়ে
- কৌতুহল ও আনন্দের সৃষ্টি হয়
- জ্ঞান চর্চায় আগ্রহ বৃদ্ধি পায়

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন নিম্নের ছকটি পূরণ করি ঃ

১। চিন্তা ও কাজের	
২। শিখনে ভয় বা সংকোচ	
৩। শিখন	
৪। কাজের মাধ্যমে	
৫। জ্ঞান চর্চায়	

মূল্যায়ন

১। স্ব-শিখন ও আধুনিক নবতর শিখন ধারণা সংগঠন বলতে কী বোঝায়?

২। স্ব-শিখনের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করুন ।

৩। স্ব-শিখনের গুরুত্ব লিখুন

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব - ক.

১. নিজে নিজে শেখা

২. অভ্যাসের ফলে ক্রিয়ার পরিবর্তন

৩. শিখন অভ্যাস

পর্ব-খ.

১. নিয়োজিত হওয়া

২. ও মতবিনিময় করা

৩. পরিদর্শন

পর্ব-গ.

১. স্বাধীনতা থাকে

২. থাকে না

৩. স্থায়ী হয়

৪. শিখন হয়

৫. আগ্রহ বৃদ্ধি পায়

———————